দৈনিক ইত্তেফাক

২৭/৮/২০০৭

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 7 ..... কলাম 2 .....

পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়াশুনায় মগ্ন তরুণ-তরুণীরা —মীর মহিউদ্দিন সোহান

পাবলিক লাইব্রেরী..........................

পড়াশুনার প্রতি তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে

রেজানুর রহমান ॥ পড়াশুনার প্রতি তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ আগের চাইতে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এই কথা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। বিশেষ করিয়া তরুণ-তরুণীদের সম্পর্কে যাহারা প্রায়শই হতাশা ব্যক্ত করেন, তাহারা হয়তো তাৎক্ষণিক মন্তব্য করিবেন- অসম্ভব! ইহা সত্য নয়। কিন্তু শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে একবার ঘুরিয়া আসিলে এই ধারণা পাল্টাইয়া যাইবে। (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দঃ)

পাবলিক লাইব্রেরী

(প্রথম পৃঃ পর)

শাহাবাগস্থ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রে
প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক হাজার ত
তরুণী যাওয়া-আসা করে। একা অথব
বাঁধিয়া পড়াশুনা করে। রেফারেন্স সে
তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত সময় কা
বইয়ের জগতে অনেকের কাটে সারাদি

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে রহি
মোট ৪টি পাঠকক্ষ। ইহার মধ্যে সা
পাঠকক্ষ, বিজ্ঞান পাঠকক্ষ, রেফ
সেকশন সাপ্তাহিক ছুটি বাদে প্রতি
সকাল ৮টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত
থাকে। পাঠ কক্ষগুলি ব্যবহার করার
নির্ধারিত কার্ডের প্রয়োজন হয়
পড়াশুনায় আগ্রহী যেকোন ব্যক্তি পা
লাইব্রেরীর ৩টি কক্ষ/ সেকশনের সু
সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন। লাইব্রে
কর্তব্যরত কর্মচারীর সহায়তায় নির্ধারি
সংগ্রহ করিয়া পড়িতে পারেন। প্রয়ে
অর্থের বিনিময়ে বইয়ের ফটোক
করাইয়া নিতে পারেন। লাইব্রে
প্রতিকপি ৭০ পয়সা মূল্যে ফটোকপি
সুযোগ রহিয়াছে।

পাবলিক লাইব্রেরীর নীচত
রহিয়াছে শিশু-কিশোর পাঠকক্ষ। সাপ্ত
ছুটি বাদে প্রতিদিন সকাল ৯টা হ
বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই পাঠকক্ষ
থাকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সুপারি
ভিত্তিতে নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ ক
শিশু-কিশোর পাঠকক্ষের সদস্য হওয়া

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্ত
বইয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ
হাজার। লাইব্রেরীর একজন কর্ম
বলিলেন, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০০
লাইব্রেরী ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে শত
৭০/৮০ ভাগই তরুণ-তরুণী। তাহার
লাইব্রেরীতে পাঠকের সংখ্যা দিনে দিনে
পাইতেছে। বিশেষ করিয়া কলে
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বি
অংশ প্রতিদিন লাইব্রেরীতে আসিয়া পড়
করে। প্রতিদিনের এই দৃশ্য সত্যই অ
প্রেরণাদায়ক।